ইউনিট ১৫

পোশাকের ছাঁট ও সেলাই

ভূমিকা

পোশাক সভ্যতার ধারক ও বাহক। প্রাচীনকালে মানুষ শালীনতা রক্ষার জন্য, বিভিন্ন জীবজন্তু ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ হতে রক্ষা পেতে এবং শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুর প্রভাব থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য গাছের ছাল, পাতা, পশুর চামড়া নিয়ে নিজেকে আবৃত করে রাখতো। সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে মানুষ বিভিন্ন তন্তু আবিষ্কার করে এবং বিভিন্ন বুননের বস্ত্র তৈরি করে বস্ত্র খন্ড দিয়ে পোশাক তৈরি করতে শেখে। আধুনিক যুগে পোশাক তৈরিতে আধুনিক উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয়। এসব ব্যবহার করে ঘরেই আকর্ষণীয় পোশাক তৈরি সম্ভব। সেলাই মেশিনের সাহায্যে গজ ফিতা, গজ কাঠি, দর্জি চক, কাঁচি, সুই, সুতা, আঙ্গুলের ঠুসি, পিন, ফ্রেম, বোতাম, হুক, চেইন, ইস্ত্রি ইত্যাদি ব্যবহার করে সহজেই ঘরে পোশাক তৈরি করা যায়। তবে এক্ষেত্রে সঠিকভাবে দেহের মাপ গ্রহণ ও ড্রাফটিং করার নিয়ম জানা প্রয়োজন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১৫.১ : ঘরে পোশাক তৈরির বিভিন্ন উপকরণ
পাঠ-১৫.২ : সেলাই মেশিনের যত্ন
পাঠ-১৫.৩ : দেহের বিভিন্ন অংশের মাপ
পাঠ-১৫.৪ : ড্রাফটিং
পাঠ-১৫.৫ : পোশাক তৈরির বিভিন্ন স্তর
ব্যবহারিক
পাঠ-১৫.৬ : পোশাক তৈরি
পাঠ-১৫.৭ : পোশাক অলংকরণ

পাঠ-১৫.১ ঘরে পোশাক তৈরির বিভিন্ন উপকরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ঘরে পোশাক তৈরির বিভিন্ন উপকরণের নাম বলতে পারবেন;
- ঘরে পোশাক তৈরির বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন।

আমাদের প্রত্যেকের বয়স, রুচি, চাহিদা এবং কাজ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন পোশাক প্রয়োজন। দোকানে সব সময় আমাদের চাহিদা মত পোশাক পাওয়া যায় না। যদিও বা কোনটা পাওয়া যায় দেখা যায় তার মূল্য বা দাম অত্যধিক। ঘরে তৈরি পোশাক নিজের রুচি ও পছন্দমত, মজবুত ও টেকসই হয়। এতে অর্থ সংকুলানও হয়ে থাকে। ঘরে পোশাক তৈরি করতে নিম্নলিখিত উপকরণগুলো প্রয়োজন–

১। মাপ নেয়ার সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি
২। দাগ দেয়ার সরঞ্জাম
৩। কাটার সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি
৪। চাপ দেয়ার যন্ত্রপাতি
৫। সেলাই করার সরঞ্জাম
৬। সেলাই মেশিন ও নকশা তৈরির অন্যান্য সরঞ্জাম
৭। পিন কুশন

১। মাপ নেয়ার সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি

মাপ নেয়ার সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে মাপার ফিতা, সেপ কাঠ, স্কেল, গজ কাঠি ইত্যাদি। এসব সরঞ্জাম ব্যবহারের ফলে ব্যক্তির দেহের সঠিক মাপ নেয়া সম্ভব হয়। ব্যক্তির শরীরের বিভিন্ন অংশের সঠিক মাপ নেয়ার মাধ্যমে সুন্দর, মানানসই ও ফিটিং পোশাক তৈরি করা সম্ভব।

২। কাটার সরঞ্জাম

কাপড় কাটার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাঁচি ব্যবহার করা হয়। যেমন– ছোট, বড় ও মাঝারি মাপের কাঁচি, পিকিং সিজার বা খাঁজকাটা কাঁচি, সেলাই খোলার সরঞ্জাম প্রভৃতি। সঠিক কাটার সরঞ্জাম ছাড়া কাপড় সঠিকভাবে কাটা সম্ভব নয়। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে কাঁচি যেন সব সময় ধারালো থাকে। তা না হলে অনেক সময় কাপড় কাটতে অসুবিধা হয়।

৩। দাগ দেয়ার সরঞ্জাম

দাগ দেয়ার সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে দর্জির চক, পেন্সিল, স্কেল, কার্বন পেপার, ইরেজার প্রভৃতি। এ সমস্ত সরঞ্জাম ও দ্রব্যাদি পোশাকে বিভিন্ন স্থানে দাগ দেয়া ও পোশাকে নকশা আঁকার জন্য ব্যবহৃত হয়। পোশাক কাঁটা ও সেলাইয়ের সময় সঠিক দাগ প্রয়োগ করলে পোশাক সঠিক ফিটিং এবং মানানসই হয়।

৪। চাপ দেয়ার সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি

পোশাক সেলাইয়ের বিভিন্ন ধাপে নির্দিষ্ট স্থানে চাপ প্রয়োগ করে পোশাকের আকৃতি ঠিক রাখা হয়। চাপ প্রয়োগ করার কাজটি সাধারণত ইস্ত্রির সাহায্যে সম্পন্ন করা হয়। পোশাকের বিভিন্ন স্থানে যেমন- কাফ, কলার, পকেট, বেল্ট, পট্টি, ডার্ট, প্লিট ইত্যাদিতে চাপ প্রয়োগ করলে সেলাই সুন্দর হয় ও সঠিক আকৃতি পায়।

৫। হাতে সেলাই করার সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি

সেলাই মেশিনের সাহায্যে পোশাকের সেলাই করা হলেও প্রাথমিক কিছু সেলাই যেমন- টাক দেয়া, বোতাম লাগানো, কুচি দেয়া, প্লিট বা ডার্ট দেয়া, হাত ও গলার পট্টিতে হেম সেলাই করা প্রভৃতি কাজে হাতে সেলাইয়ের সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয়। এ সব সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন মাপের সুই, সুতা, আঙুলের ঠুসি, পিন কুশন, পিন, ফ্রেম, কাঁচি ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাড়িতে পোশাক তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের তালিকা তৈরি করুন।

সারাংশ

নিজের রুচি ও পছন্দমত মজবুত ও টেকসই পোশাক তৈরি করতে হলে ঘরে পোশাক তৈরি করা অন্যতম বিকল্প হতে পারে। ঘরে পোশাক তৈরি করার জন্য সেলাই মেশিন ছাড়াও ফিতা, স্কেল, গজ কাঠি, নানা রকম কাঁচি, দর্জি চক, কার্বন পেপার, ইস্ত্রি, সুই, সুতা, পিন কুশন, পিন ফ্রেম ইত্যাদি সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোন সরঞ্জাম ব্যবহার করে দেহের সঠিক মাপ নেয়া হয়?
ক) মাপার ফিতা খ) খাঁজকাটা
গ) দর্জি চক ঘ) সুই সুতা

২। ঘরে পোশাক তৈরির জন্য প্রয়োজন-
i) কাঁচি ও দর্জি চক
ii) সুই-সুতা ও ফ্রেম
iii) ফিতা, স্কেল ও ইস্ত্রি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। পোশাক সেলাই করতে চাপ দেয়ার যন্ত্রের প্রয়োজন হয় কোন ক্ষেত্রে?
ক) কাপড় কাটার সময়
খ) কাপড় সেলাই এর সময়
গ) কাফ, কলার, প্লিট ইত্যাদির আকৃতির সুন্দর করতে
ঘ) কাপড় ইস্ত্রি করতে

৪। দর্জি চক সেলাই এর কোন ধরনের সরঞ্জাম?
ক) মাপ নেয়ার খ) কাটার কাপড়
গ) সেলাই করার ঘ) দাগ দেয়ার

পাঠ-১৫.২ সেলাই মেশিনের যত্ন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সেলাই মেশিন চালানোর নিয়ম বলতে পারবেন;
- সেলাই মেশিন যত্ন নেয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

সেলাই কাজকে সহজ ও গতিশীল করতে সেলাই মেশিনের ভূমিকা অপরিসীম। সেলাই মেশিন ব্যবহার করে অল্প সময়ে অধিক পোশাক তৈরি করা সম্ভব। আজকাল সেলাই মেশিনের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের সুচি নকশা, এমব্রয়ডারি, কাট ওয়ার্ক প্রভৃতি করা সম্ভব। বিভিন্ন ধরনের সেলাই মেশিন রয়েছে। যেমন- হাত মেশিন, পা মেশিন, বৈদ্যুতিক সেলাই মেশিন ইত্যাদি।

চিত্র ১৫.২.১ : হাত মেশিন, পা মেশিন ও বৈদ্যুতিক মেশিন

সেলাই মেশিনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে তার যথাযথ যত্ন, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর। সেলাই মেশিনের যত্ন নেয়ার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে।

১। সূঁচ পরানো

সঠিক নিয়মে নিডল বারকে উঁচু করে সূঁচের চ্যাপ্টা পিঠ স্ক্রুর দিকে রেখে সূঁচ পরাতে হবে। সঠিকভাবে সূঁচ না পরালে সেলাইয়ের সময় সূঁচ ভেঙ্গে যেতে পারে। সুন্দর সেলাইয়ের জন্য সঠিক নিয়মে সূঁচ পরানো ও সুতার টান ঠিক রাখা অত্যন্ত জরুরী।

২। সুতা পরানো

কাপড়ে সুন্দর সেলাই পেতে হলে অবশ্যই সঠিক নিয়মে সুতা পরাতে হবে। সুতা সঠিক নিয়মে না পরানো হলে সুতা ছিঁড়ে যাবে অথবা সেলাই আলগা আলগা হয়ে আসবে।

৩। সুতার টান

সুন্দর সেলাইয়ের জন্য উপরে ও নিচে সুতার টান সমান হতে হবে। সুতার টান সমান না হলে সুতা ছিঁড়ে যাবে। কাপড় কুঁচকে যাবে। কাজেই সুতার টান, সুই, সুতা এগুলো সবসময় কাপড়ের অনুকূলে হতে হবে।

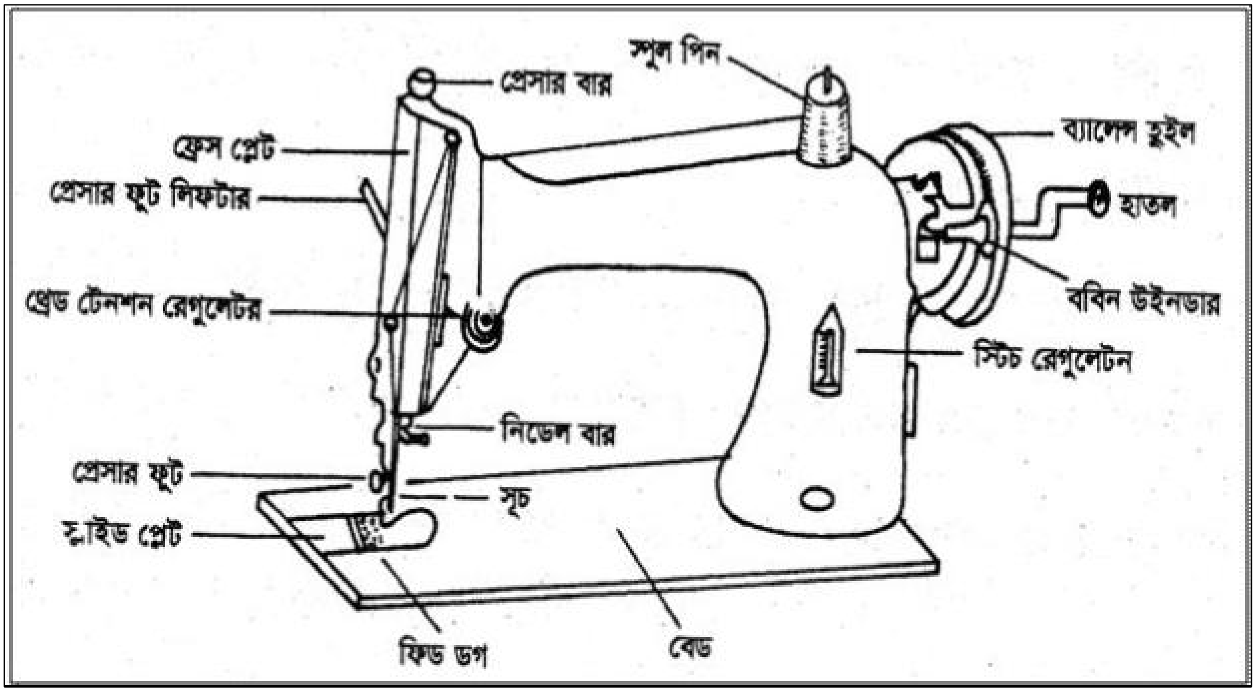

চিত্র ১৫.২.২ : সেলাই মেশিনের বিভিন্ন অংশ

৪। সেলাই মেশিন পরিষ্কার রাখা

সেলাই মেশিন নিয়মিত পরিষ্কার করে রাখতে হবে। অনেক সময় ময়লা ও তেল জমে সেলাই মেশিন নষ্ট হয় যেতে পারে। পরিষ্কার নরম সুতির কাপড় দিয়ে সেলাই মেশিনের ভিতরে ও বাইরে পরিষ্কার করতে হবে। সেলাই মেশিনের অভ্যন্তরে অবস্থিত শাটল রেস সেলাই মেশিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। কেননা সামান্য ধুলাবালি ও সুতার আঁশ শাটল রেসে জমে গেলে সেলাই কাজে বিঘ্ন ঘটে। তবে এটি বারবার খোলা বা বসানো উচিত নয়। কোন সমস্যা দেখা দিলে মেকানিকের সাহায্য নেয়া ভাল।

৫। সেলাই মেশিনে তেল দেয়া

সেলাই মেশিনকে সচল রাখতে হলে নিয়মিত তেল দেয়া অত্যন্ত জরুরী। সেলাই মেশিনের বিভিন্ন অংশে অসংখ্য ছিদ্র থাকে। এ ছিদ্র দিয়ে তেল প্রবেশ করাতে হয়। তেল দেয়ার পূর্বে মেশিনের ভিতরের অংশ নরম কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। তেল দেয়া শেষ হলে মেশিন জোরে জোরে চালাতে হবে যেন সব জায়গায় তেল যায়। তেল দেয়ার সময় সূঁচ ও সুতা খুলে নেয়া ভাল। প্রতিদিন ব্যবহারের পর সেলাই মেশিন পরিষ্কার করে তেল দিয়ে রাখতে হবে। সেলাই মেশিন মেঝেতে না রেখে টেবিলের উপর রাখা ভালো। কেননা মাটির আর্দ্রতায় মেশিন নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সেলাই মেশিন যত্ন নেয়ার উপায়গুলো লিখুন।

সারাংশ

সেলাই কাজকে গতিশীল করতে সেলাই মেশিন অপরিসীম ভূমিকা রাখে। সেলাই মেশিন বিভিন্ন ধরনের হয়, যেমন-হাত মেশিন, পা মেশিন, বৈদ্যুতিক সেলাই মেশিন ইত্যাদি। সেলাই মেশিনের স্থায়িত্ব, তার ব্যবহার ও যত্নের উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে মেশিনে সঠিকভাবে সুই-সুতা পড়ানো এবং মেশিন নিয়মিত পরিষ্কার রাখা ও তেল দেয়া অত্যন্ত জরুরী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সেলাই মেশিনে সুন্দর সেলাইয়ের জন্য কোন্‌টি জরুরী?
ক) সেলাই মেশিন পরিষ্কার রাখা
খ) সেলাই মেশিনে নিয়মিত তেল দেয়া
গ) সঠিক নিয়মে মেশিনে সুই-সুতা পরানো ও সুতার টান উপর নিচে সমান রাখা
ঘ) একটি দামী সেলাই মেশিন ব্যবহার করা

২। সেলাই মেশিন সচল রাখতে প্রয়োজন-
i) সঠিক নিয়মে সূঁচ পরানো
ii) সেলাইয়ের সময় সুতার টান ঠিক রাখা
iii) সেলাই মেশিন পরিষ্কার রাখা ও নিয়মিত তেল দেয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) iii ঘ) ii, iii

৩। সেলাই এর সময় কাপড়ের উপরে ও নিচে সুতার টান সমান না হলে-
i) সুতা ছিঁড়ে যাবে
ii) কাপড় কুঁচকে যাবে
iii) সুই ভেঙ্গে যাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) iii ঘ) ii, iii

৪। ধুলাবালি ও সুতার আঁশ শাটল রেসে জমে গেলে কী ঘটে?
ক) সেলাই কাজে বিঘ্ন ঘটে খ) সুই ভেঙ্গে যায়
গ) কাপড় কুঁচকে যায় ঘ) কাপড়ে তেল লেগে যায়

পাঠ-১৫.৪ ড্রাফটিং

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিভিন্ন ধরনের ড্রাফটিং এর নাম বলতে পারবেন;
- মূল ড্রাফটিং ও প্যাটার্ণ ড্রাফটিং বর্ণনা করতে পারবেন।

পোশাকে তৈরির জন্য পরিধানকারীর শরীরের বিভিন্ন মাপ অনুযায়ী কাপড় কেটে পোশাক সেলাই করা হয়। বিভিন্ন নিয়মনীতি অনুসরণ করে দেহের মাপ অনুযায়ী বস্ত্র বা কাপড় কাটা হয়। ড্রাফটিং করা হয় কাপড় কাটার পূর্বে। ড্রাফটিং কাপড় কাটার নিয়মের একটি অংশ। কাটার পূর্বে দেহের মাপ অনুযায়ী বাদামি রংয়ের কাগজের উপর পরিকল্পনা অনুযায়ী পোশাকের নকশা অংকন করাকে ড্রাফটিং বলে। ড্রাফটিং দুই প্রকার, যথা–

(১) মূল ড্রাফট (২) প্যাটার্ণ ড্রাফট।

মূল ড্রাফট

মূল ড্রাফট হলো- পোশাক পরিধানকারীর শরীরের মাপ অনুযায়ী বাদামি রঙের কাগজের উপর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ অনুযায়ী ডিজাইন অংকন করা। যেমন একটি ব্লাউজের গলার লম্বা ৩ ইঞ্চি এবং গলার গভীরতা ৬ ইঞ্চি, কাঁধ ৭ ইঞ্চি ইত্যাদির মাপ কাগজের উপর বসানোকে মূল ড্রাফট বলে। অর্থাৎ পোশাকের ভিত্তি তৈরি করা হয় মূল ড্রাফটের সাহায্যে। যেমন- চিত্রে মূল ড্রাফট দেখানো হলো।

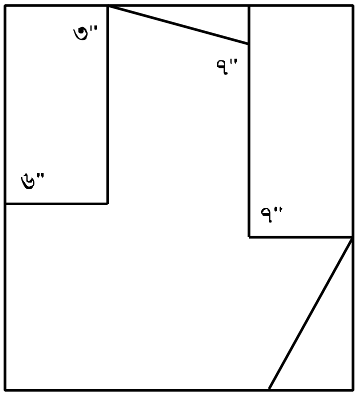

চিত্র ১৫.৩.১ : মূল ড্রাফট

প্যাটার্ণ ড্রাফট

মূল ড্রাফট তৈরির পর পোশাকের পরিকল্পনা অনুযায়ী মূল ড্রাফটের উপর নকশা তৈরি করাকে প্যাটার্ণ ড্রাফট বলে। যেমন– পোশাকের গলা গোল, V সেপ, U সেপ, বগলের সেপ, কাঁধের সেপ ইত্যাদি। অর্থাৎ মূল ড্রাফটের উপর নকশা করাকে প্যাটার্ণ ড্রাফট বলে। প্যাটার্ণ ড্রাফটের সাহায্যে পোশাক পরিকল্পনা অনুযায়ী রূপ পায়।

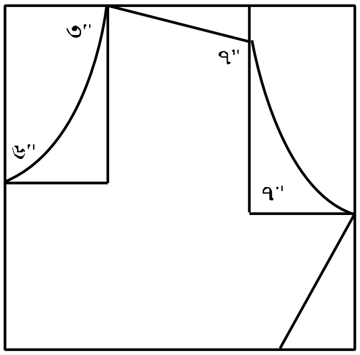

চিত্র ১৫.৩.২ : প্যাটার্ণ ড্রাফট

পোশাক তৈরির ক্ষেত্রে ড্রাফটিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ড্রাফটিং করার ফলে পোশাক সুন্দরভাবে ফিটিং হয়। প্রথমে কাগজে নকশা অংকন বা ড্রাফটিং করার ফলে কোন ভুল হলে তা সহজে সংশোধন করা যায়। এতে কাপড়ের অপচয় রোধ হয় আবার অর্থেরও অপচয় রোধ হয়। এছাড়া একই মাপের একাধিক পোশাক তৈরি করার সময় ড্রাফটিং ব্যবহার করার ফলে প্রত্যেকটি পোশাকের জন্য বার বার মাপ নিতে হয় না। এর ফলে সময় ও শক্তির অপচয় রোধ হয়। অল্প সময় ও পরিশ্রমে অধিক পোশাক তৈরি করা যায়।

মডেলিং

প্রাচীনকালে পরিধানকারীর দেহের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা বিবেচনা করে পোশাক তৈরি করা হতো। একে মডেলিং বলে। এ পদ্ধতিতে সমতল নমুনার ডিজাইন তৈরি না করে দেহকে অনুমান করে ত্রিমাত্রিক হিসাব করে পোশাক সেলাই করা

হতো। এ ধরনের সেলাই করার ক্ষেত্রে অধিক দক্ষতার দরকার হতো এবং সময় ও অধিক ব্যয় হতো। সাধারণের পক্ষে এ পদ্ধতিতে পোশাক তৈরি করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। বর্তমানে সময়ের বিবর্তনে ব্যাপকহারে পোশাক তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে ড্রাফটিং এর সাহায্যে। এতে একসাথে অনেকগুলো পোশাক ছাঁটা সম্ভব।

সারাংশ

কাপড় কাটার পূর্বে দেহের মাপ অনুযায়ী বাদামি কাগজে পরিকল্পনা অনুযায়ী পোশাকের নকশা অংকন করাকে ড্রাফটিং বলে। ড্রাফটিং দু'প্রকার যথা– মূল ড্রাফট ও প্যাটার্ন ড্রাফট। পোশাক তৈরির জন্য ড্রাফটিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিধানকারীরর দেহের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা অর্থাৎ, ত্রিমাত্রিক হিসাব করে পোশাক তৈরির পদ্ধতিকে মডেলিং বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মূল ড্রাফট বলতে কী বোঝায়?
ক) পোশাকের নকশা অংকন করা
খ) পোশাক পরিধানকারীর দেহের মাপ অনুযায়ী কাগজের উপর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ অনুযায়ী ডিজাইন অংকন করা।
গ) কাগজে পোশাকের ডিজাইনের উপর নকশা তৈরি করা
ঘ) পোশাক পরিধানকারীর দেহের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা অনুযায়ী পোশাক ডিজাইন করা।

২। প্যাটার্ন ড্রাফট কোনটি?
ক) দেহের মাপ অনুযায়ী বিভিন্ন মাপ লিপিবদ্ধ করা
খ) বাদামি কাগজে দেহের মাপ লেখা
গ) মূল ড্রাফটের উপর দেহের মাপ অনুযায়ী নকশা করা
ঘ) দেহের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা অনুযায়ী পোশাক তৈরি করা

৩। মডেলিং কাকে বলে?
ক) দেহের মাপ অনুযায়ী বাদামি কাগজে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ অনুযায়ী নকশা অংকন
খ) মূল ড্রাফটের উপর নকশা অংকন
গ) দেহের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা অনুযায়ী পোশাক তৈরি
ঘ) পোশাকের গলা, কাঁধ, বগল ইত্যাদির নকশা অংকন

পাঠ-১৫.৩ দেহের বিভিন্ন অংশের মাপ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পোশাক তৈরির সময় দেহের কোন্ কোন্ অংশের মাপ নিতে হয় তা বলতে পারবেন
- দেহের বিভিন্ন অংশের মাপ নেয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন

সঠিক মাপের পোশাক তৈরির ক্ষেত্রে দেহের বিভিন্ন অংশের মাপ নির্ভুলভাবে নিতে হয়। বিভিন্ন পোশাকের ক্ষেত্রে শরীরের বিভিন্ন অংশের মাপ নিতে হয়। যেমন কামিজ তৈরির ক্ষেত্রে শরীরের যে অংশের মাপ নিতে হয়, পায়জামা তৈরির ক্ষেত্রে অন্য অংশের মাপ নিতে হয়। দর্জিবিদ্যার পরিভাষায় দেহের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত।

যেমন–

১। ঝুল (Length) - পোশাকের লম্বার মাপ।

২। বুক (Chest) - বুকের ঘেরের বা ঘুরানো অংশের মাপ।

৩। কাঁধ বা পুট - দু'কাধের উঁচু অংশের মাপ।

৪। হাতের লম্বা- কাঁধের উঁচু হাড় হতে যতটুকু লম্বা হবে ততটুকু অংশের মাপ।

৫। মুহুরী (Wrist) - বাহু বা হাতের লম্বা যতটুকু সে অংশের ঘেরের মাপ।

৬। গলা (Neck) - গলার ঘেরের মাপ।

৭। গলার লম্বা - যতটুকু গভীর গলা হবে ততটুকুর মাপ।

৮। কোমর (Waist) - কোমরের ঘেরের মাপ।

৯। হিপ (Hip) - হিপের উঁচু অংশের ঘেরের মাপ।

১০। মৌরী (Bottom) - প্যান্ট বা পায়জামার নিচের ঘেরের মাপ।

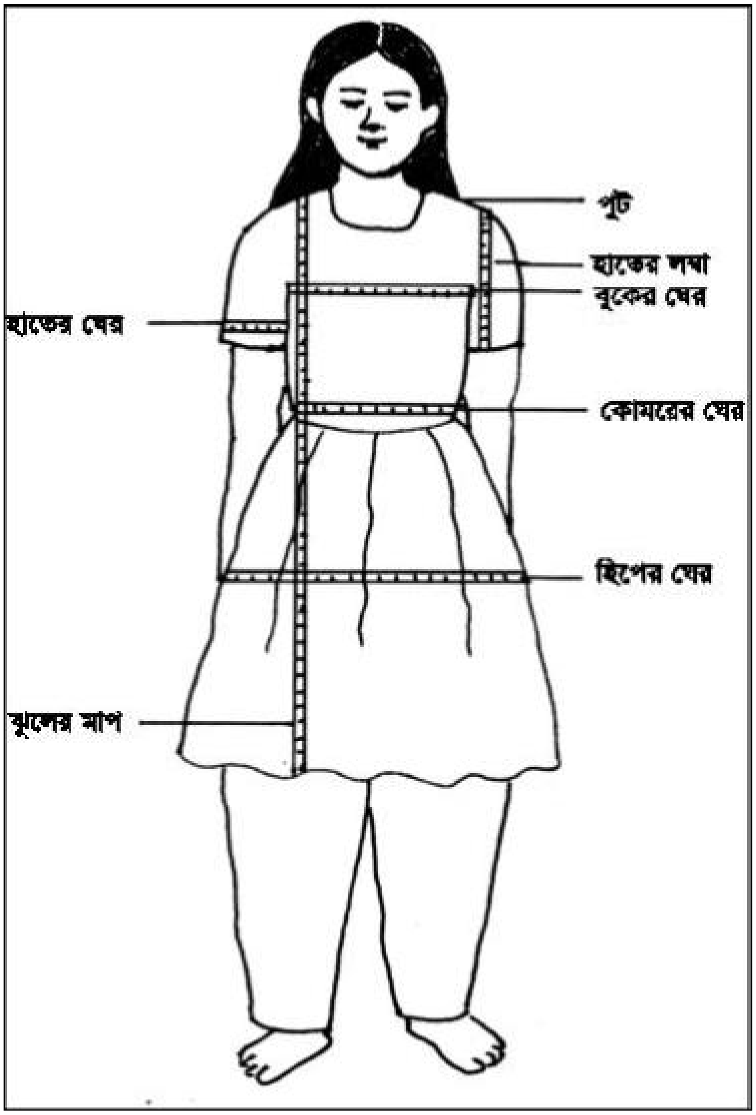

চিত্র ১৫.৪.১: দেহের বিভিন্ন অংশের মাপ

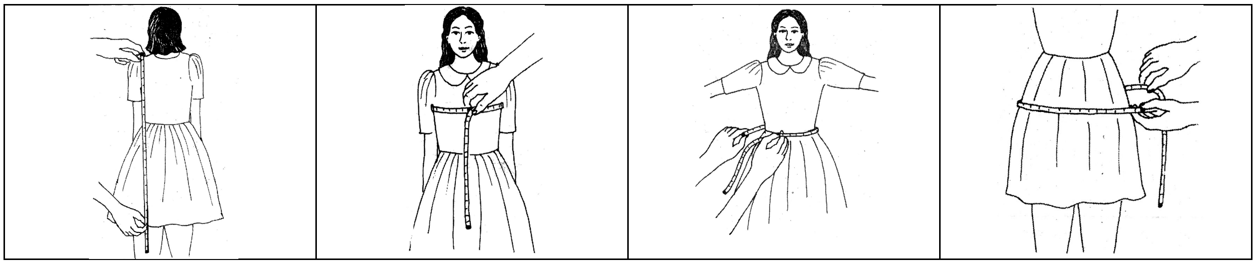

চিত্র ১৫.৪.২ : ঝুলের মাপ, বুকের/ছাতির মাপ, কোমরের মাপ, হিপের মাপ

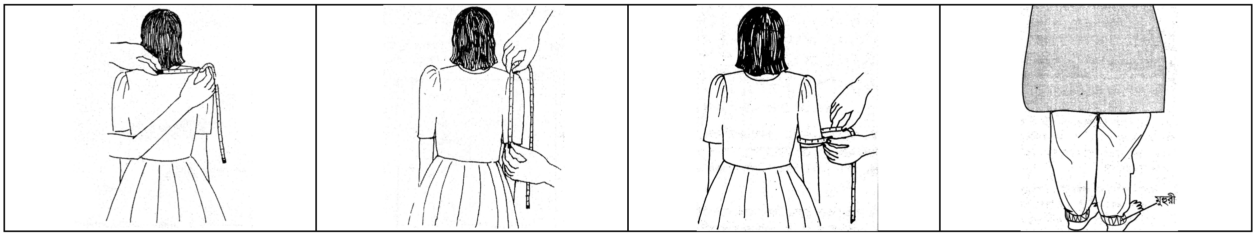

চিত্র ১৫.৪.৩ : পুটের মাপ, হাতার মাপ, হাতের মহুরীর মাপ, পায়ের মহুরীর মাপ

পোশাক তৈরির ক্ষেত্রে দেহের মাপ নেয়ার পদ্ধতি

পোশাক তৈরির পূর্বে যার পোশাক তৈরি করা হবে তার দেহের বিভিন্ন অংশের মাপ নিতে হবে। সঠিকভাবে মাপ নেয়া হলে পোশাক ফিটিং বা মাপমত হবে। ফিটিং বা মাপ মত পোশাক ব্যক্তির সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলে। সঠিক পোশাক তৈরির জন্য দেহের মাপ নেয়ার পদ্ধতি নিম্নরূপ–

১। শরীরের মাপ নেয়ার জন্য মাপার ফিতা ব্যবহার করতে হবে।
২। ফিতা সোজাভাবে ধরতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোন ভাঁজ না পড়ে।
৩। মাপ নেয়ার সাথে সাথে প্রত্যেকটি মাপ খাতায় লিখে রাখতে হবে অর্থাৎ কোন্ অংশের মাপ তার নাম ও পাশে মাপ খাতায় লিখে রাখতে হবে।
৪। কাজের বা লেখার সুবিধার জন্য কখনো মাপ কম বা বেশি লেখা যাবে না।
৫। বুকের মাপ নেয়ার সময় বুকের সবচেয়ে স্ফীত অংশের মাপ ঘুরিয়ে নিতে হবে।
৬। লম্বার মাপ নেয়ার সময় সোজাভাবে দাঁড়িয়ে ঘাড়ের উঁচু হাড় হতে যতটুকু লম্বা হবে তার মাপ নিতে হবে।
৭। হিপের মাপ নেয়ার সময় হিপের সবচেয়ে উঁচু স্থানে ঘুরিয়ে মাপ নিতে হবে।
৮। বুক, হাত, কোমর, হিপ অর্থাৎ যেসব স্থানের মাপ ঘুরিয়ে নিতে হয় সে সময় তর্জনী বা আঙুল ফিতার ভিতরের অংশে রেখে মাপ নিতে হবে।
৯। পেটিকোট, পায়জামা ইত্যাদির লম্বার মাপ কোমর থেকে পায়ের গোড়ালির হাড় পর্যন্ত নিতে হবে।
১০। নিজের শরীরের মাপ কখনো নিজে নেয়া উচিত নয়। অন্যের সাহায্যে শরীরের মাপ নিতে হবে।
১১। সবসময় মনে রাখতে হবে মাপ নেয়ার সময় অবশ্যই সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে।

সারাংশ

পোশাক তৈরির সময় দেহের বিভিন্ন অংশের মাপ নিতে হয়। যেমন- ঝুল, বুক, কাঁধ, হাতের লম্বা, মুহুরী, গলা, কোমর, হিপ, মৌরী ইত্যাদি। এসব অংশের মাপ নেয়ার সময় নির্দিষ্ট ও সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়, তা নাহলে পোশাকের ফিটিং ভাল হবে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মুহুরীর মাপ বলতে কী বোঝায়?
ক) পোশাকের লম্বার মাপ খ) বাহু বা হাতের লম্বা যতটুকু হবে সে অংশের ঘেরের মাপ
গ) গলা যতটুকু গভীর হবে তা রমাপ ঘ) হিপের উঁচু অংশের মাপ।

২। দেহের মাপ নেয়ার পদ্ধতি হলো-
i) যার মাপ নেয়া হয় তাকে অবশ্যই সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয়
ii) মাপার ফিতা ভাঁজহীনভাবে ধরতে হয়
iii) লেখার সুবিধার জন্য সঠিক মাপ সামান্য কম বেশি করে লেখা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) i, ii ও iii ঘ) i ও ii

৩। যেসব স্থানের মাপ ঘুরিয়ে নিতে হয় সেখানে-
i) তর্জনী বা আঙ্গুল ফিতার ভিতরের অংশে রেখে মাপ নিতে হবে
ii) তর্জনী বা আঙ্গুল ফিতার ভিতরের অংশে রেখে খুব টান করে ধরে মাপ নিতে হবে
iii) তর্জনী বা আঙ্গুল ফিতার বাইরের অংশে রেখে সামান্য ঢিলা করে মাপ নিতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) iii ঘ) i, ii

পাঠ-১৫.৫ পোশাক তৈরির বিভিন্ন স্তর

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পোশাক তৈরির বিভিন্ন পর্যায় বা স্তরের নাম বলতে পারবেন;
- পোশাক তৈরির বিভিন্ন পর্যায় বর্ণনা করতে পারবেন।

বাজার থেকে কাপড় ক্রয়ের পর সরাসরি পোশাক তৈরি করা হয় না। কতগুলো পর্যায় বা স্তরের মাধ্যমে পোশাক তৈরি করা হয়। পোশাক তৈরির পর্যায়গুলো হলো– ১। শরীরের মাপ নেয়া, ২। ড্রাফটিং, তৈরি করা, ৩। বস্ত্রকে কাটার উপযোগী করে তৈরি করা, ৪। গ্রেইন লাইন ঠিক করা, ৫। কাপড় কাটা বা ছাঁটা, ৬। সেলাই করা ও ৭। সমাপ্তিকরণ।

১। শরীরের মাপ নেয়া

পোশাক তৈরির প্রথম পর্যায়ে শরীরের মাপ সঠিক ও নির্ভুলভাবে নিতে হবে। এক এক পোশাকের জন্য শরীরের এক এক অংশের মাপ নিতে হবে।

২। ড্রাফটিং তৈরি

শরীরের মাপ নেয়ার পর শরীরের মাপ অনুযায়ী পোশাকের নকশা বাদামি রঙের কাগজে এঁকে নিতে হয়। একে ড্রাফটিং বলে। প্রথমে মূল ড্রাফট ও পরে প্যাটার্ণ ড্রাফট করা হয়। এ প্যাটার্ণ ড্রাফট দু' ভাঁজ করা কাপড়ের উপর বসিয়ে কাপড় কাটা হয়।

৩। বস্ত্রের প্রস্তুতি

বাজার থেকে কাপড় কিনে সরাসরি কাপড় কাটা হয় না। কাপড়কে বা বস্ত্রকে কাটার উপযোগী করে প্রস্তুত করা হয়। এ প্রস্তুতির পর্যায়গুলোর মধ্যে রয়েছে-

ক) পানিতে ডোবানো- কাপড় বা বস্ত্র কেনার পর সেটিকে ভাঁজ করা অবস্থায় বালতি বা গামলায় ১০/১২ ঘন্টা পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে। এর মধ্যে মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করতে হবে। এরপর বস্ত্রটি আলতোভাবে চাপ দিয়ে পানি ঝড়িয়ে ছায়ায় শুকাতে হবে।

খ) ধার সোজা করা- অনেক সময় দেখা যায় কাপড় বা বস্ত্রের ধার সোজা থাকে না। সঠিকভাবে পোশাক তৈরির জন্য বস্ত্র বা কাপড়ের ধার সোজা করে নিতে হবে। ধার সোজা না থাকলে সঠিকভাবে কাপড় কাটা যায় না।

গ) ইস্ত্রি করা - কাপড় কাটার পূর্বে কাপড় বা বস্ত্রটিকে ইস্ত্রি করে নিতে হবে। এতে কাপড়ের কুচকানো ভাব দৃঢ় হয় কাপড় সোজা ও মসৃণ হয়। ফলে নকশা বা ডিজাইন অনুযায়ী পোশাক তৈরি সহজ ও সুন্দর হয়।

৪। গ্রেইন লাইন ঠিক করা

গ্রেইন লাইন বলতে কাপড়ে খাড়া বা লম্বা রেখা এবং আড় রেখাকে বোঝায়। পোশাক তৈরির ক্ষেত্রে পোশাকের লম্বা দিক কাপড়ের লম্বা বা খাড়া দিক বরাবর রেখে কাপড় কাটা উচিত। ফলে কাপড় টেকসই হয় এবং দেখতেও সুন্দর দেখা যায়।

৫। কাপড় ছাঁটা বা কাটা

কাপড় ছাঁটা বা কাটার সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে–

i) টেবিলের উপর কাপড় বা বস্ত্রটি টানটান করে বিছিয়ে নিতে হবে।
ii) লম্বালম্বি ভাবে দু'ভাঁজ করে কাপড়টি বিছাতে হবে। সাধারণত কাপড় দুই ভাঁজ করে কাটতে হয়।
iii) কাপড়ের উপর প্যাটার্ণ ড্রাফটি বসিয়ে আলপিন দিয়ে আটকিয়ে নিতে হবে।
iv) এবার টেইলারিং চক দিয়ে ড্রাফটিং অনুযায়ী কাপড়ে দাগ দিতে হবে।
v) দাগ দেয়ার পর ড্রাফটিং বা বাদামি রঙের কাগজটি হতে আলপিন খুলে ড্রাফটিং আলগা করে নিতে হবে।
vi) এবার চকের দাগ অনুযায়ী বাম হাতে হালকা চাপ দিয়ে ডান হাতে কাঁচি ধরে কাপড় কাটতে হবে।
vii) কাপড় কাটার সময় অবশ্যই ধারালো কাঁচি ব্যবহার করতে হবে।
viii) হাতের উপর তুলে কখনো কাপড় কাটা উচিত নয়।

৬। পোশাক সেলাই করা

পোশাক সেলাই করার বিভিন্ন নিয়ম রয়েছে। সঠিক নিয়মে পোশাক সেলাই করলে পোশাকের ফিটিং সুন্দর হয়। উদাহরণস্বরূপ ব্লাউজ সেলাই করার নিয়ম দেয়া হলোঃ

(i) কাঁধ ও দু'পাশ সেলাই করতে হবে।
(ii) ব্লাউজের ডার্ট বা প্লিটগুলো হাতে টাক সেলাই দিয়ে পরে মেশিনে সেলাই করতে হবে।
(iii)গলার পট্টি সেলাই করতে হবে।
(iv)বুকের পট্টি সেলাই করতে হবে।
(v) হাতের জোড়া দিতে হবে এবং মুহুরী সেলাই করতে হবে।
(vi)ব্লাউজের নিচের অংশ সেলাই করতে হবে।

৭। সমাপ্তিকরণ প্রক্রিয়া

এ পর্যায়ে গলায় হেম, হুক ও হুকের ঘর তৈরি করতে হবে। বাড়তি কাপড় ও সুতা কেটে ফেলতে হবে এবং সবশেষে তৈরি পোশাকটি ইস্ত্রি করে নিতে হবে। এতে সেলাই বসে যাবে এবং পোশাকটি দেখতেও সুন্দর দেখাবে।

সারাংশ

পোশাক তৈরির সময় কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পর্যায় ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করতে হয়। সেগুলো হল- দেহের মাপ নেয়া, ড্রাফটিং তৈরি, কাটার আগে বস্ত্র প্রস্তুত, গ্রেইন লাইন ঠিক করা, কাপড় ছাঁটা বা কাটা, সেলাই করা ও সমাপ্তিকরণ। এসব স্তর পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করলে প্রস্তুতকৃত পোশাকটি দেখতে ও পরতে সুন্দর ও আরামদায়ক হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বস্ত্র কেনার পর সেটিকে কী অবস্থায় বালতি বা গামলায় পানিতে রাখতে হয়?
ক) সম্পূর্ণ ভাঁজ খুলে ১/২ ঘন্টা
খ) ভাঁজ করা অবস্থা ১০/১২ ঘন্টা
গ) কয়েক দফা পানিতে ডোবানো
ঘ) ভাঁজ করা অবস্থায় ১/২ ঘন্টা

২। কাপড় ছাঁটা বা কাটার সময় লক্ষণীয় বিষয় হলো-
i) টেবিলের উপর কাপড়টি টানটান করে বিছিয়ে নিতে হয়
ii) ধারালো কাঁচি ব্যবহার করতে হয়
iii) হাতের উপর তুলে কাপড় কাটতে হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ড় মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ছন্দা বাড়িতেই অর্ডার নিয়ে পোশাক তৈরি করে। এ কাজে সেলাই মেশিনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সম্পর্কে তাকে ভালোভাবে জানতে হয়। পোশাকের অর্ডার নেওয়ার সময় সে যত্নসহকারে ও নিয়মমাফিকভাবে দেহের মাপ নেয়। তাই তার তৈরি পোশাক খুব মানানসই হয়।

ক. ঘরে পোশাক তৈরি করতে কী কী উপকরণ প্রয়োজন হয়?

খ. মেশিনের যত্ন নিতে করণীয় কী?

গ. পোশাক তৈরিতে ড্রাফটিং এর গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

ঘ. ছন্দার তৈরি পোশাক সুন্দর ও মানানসই হওয়ার কারণ কী?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। ঘরে পোশাক তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো কী কী?

২। সেলাই মেশিনে সুই সুতা পরানোর সঠিক নিয়ম বর্ণনা করুন।

৩। সেলাই মেশিন পরিষ্কার রাখা ও নিয়মিত তেল দেয়ার গুরুত্ব কী?

৪। সেলাই এর সময় সুতার টান কেমন হওয়া উচিত? কেন?

৫। ড্রাফটিং কাকে বলে? ড্রাফটিং কত প্রকার ও কী কী?

৬। মডেলিং বলতে কী বোঝায়?

৭। দর্জি পরিভাষায় দেহের বিভিন্ন অংশের মাপের নামগুলো কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। পোশাক তৈরির জন্য দেহের মাপ নেয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

২। পোশাক তৈরির বিভিন্ন পর্যায় বা স্তর বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৫.১ : ১। ক, ২। ঘ, ৩। গ, ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৫.২ : ১। গ, ২। গ, ৩। ঘ, ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৫.৩ : ১। খ, ২। গ, ৩। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৫.৪ : ১। খ, ২। ঘ, ৩। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৫.৫ : ১। খ, ২। ক

ব্যবহারিক

পাঠ-১৫.৬ পোশাক তৈরি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী সালোয়ার তৈরি করতে পারবেন;
- নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী কামিজ তৈরি করতে পারবেন;
- নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী ফতুয়া তৈরি করতে পারবেন।

নির্দিষ্ট মাপ অনুসারে সালোয়ার তৈরি

সালোয়ার তৈরি করতে ৪টি মূল মাপের দরকার হয়, যেমন-

১। **লম্বা** = ৩৭", হিপ = ৩৬", পায়ের ঘের = ১২", কোমর = ২৮"

ঝুল বা লম্বা = আসল লম্বা - কোমরের বেল্ট (হিপ থেকে কোমড় পর্যন্ত) + ১" সেলাই

= ৩৭"-৭"+১" = ৩১"

২। **হিপ** = হিপের $\frac{১}{৩}$ + ২ $\frac{১}{২}$ " - ৬"

= ১২"+২$\frac{১}{২}$ " -৬"

= ১৪$\frac{১}{২}$ -৬" = ৮ $\frac{১}{২}$ "

৩। **পায়ের ঘের** = পায়ের ঘেরের $\frac{১}{২}$ "+ $\frac{১}{২}$ " সেলাই

= (১২ ÷২)+$\frac{১}{২}$

= ৬" + $\frac{১}{২}$ " =৬ $\frac{১}{২}$ "

৪। **কোমর পট্টি**

কোমরের লম্বা:

= কোমড়ের লম্বা + ২" সেলাই ও মোড়ানো

লম্বা = ৭" + ২" = ৯"

কোমর পট্টি - চওড়া = হিপের $\frac{১}{৪}$ " + ১" লুজ + $\frac{১}{২}$ " সেলাই

= ৮ $\frac{১}{২}$ " +১"+$\frac{১}{২}$ " = ১০"

সালোয়ার ড্রাফটিং

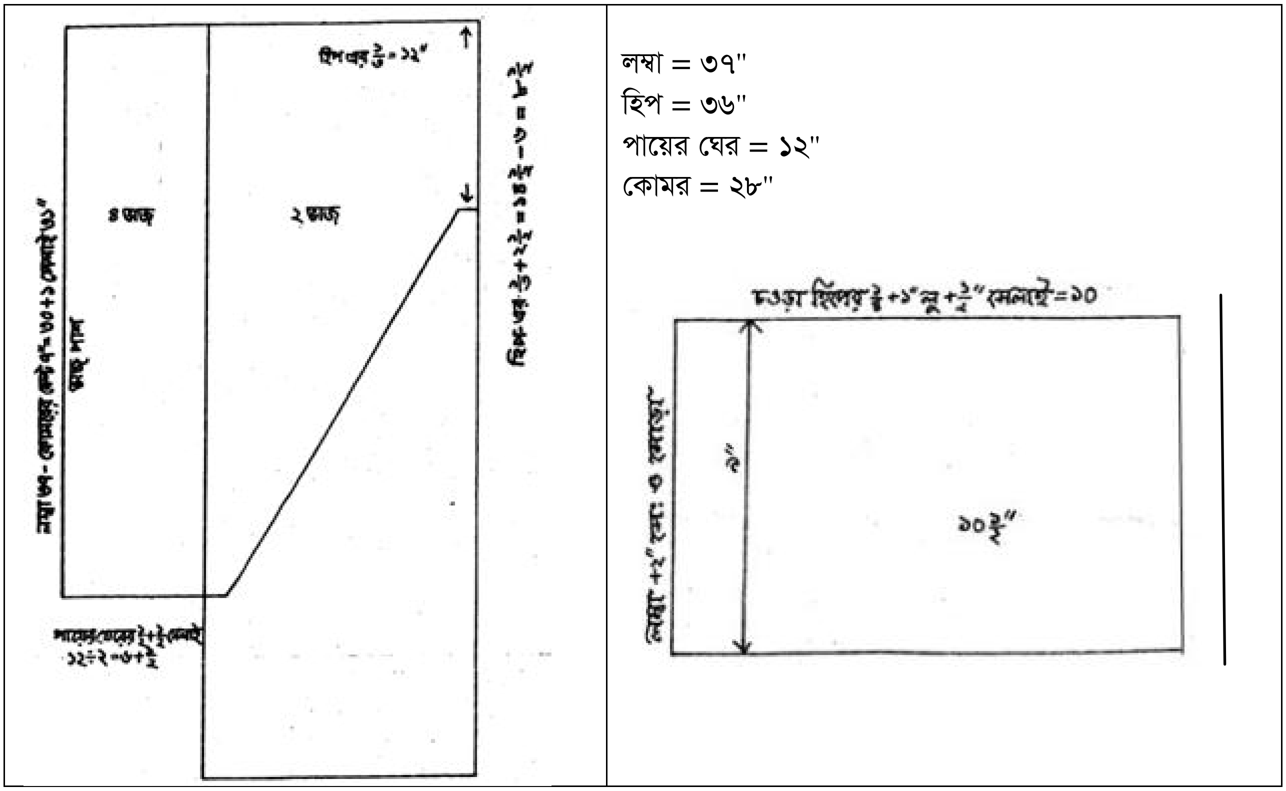

চিত্র ১৫.৬.১ : সালোয়ারের ড্রাফটিং

সালোয়ারের কাপড় কাটা

১। ৪ ভাজ করা ৩১" লম্বা ও ৬" ও ৬ $\frac{১}{২}$ " চওড়া কাপড় লম্বালম্বি ভাবে কাটতে হবে।

২। কলির জন্য ৩১" কাপড় ২ ভাঁজ করে নিতে হবে চিত্র অনুযায়ী ১২" উপরে ও নিচে রেখে তেরছা করে কাটতে হবে।

৩। কোমড় পট্টির জন্য লম্বা ৯" ও চওড়া ১০" চিত্র অনুযায়ী কাটতে হবে।

সেলাই

১। ৩১" লম্বা ও ৬ $\frac{১}{২}$ " চওড়া কাপড়ের সাথে কলির কাপড় জোড়া দিতে হবে।

২। নিচে বকরম বা অন্য কাপড় দিয়ে পায়ের ঘেরের বর্ডার সেলাই করতে হবে।

৩। হিপ জোড়া দিতে হবে। কোমরপট্টি উপরের অংশে ফিতার ঘর তৈরি করতে হবে।

৪। এবার কোমর পট্টির সাথে সালোয়ারের উপরে অংশ কুচি দিয়ে জোড়া দিতে হবে।

৫। সেলাই শেষে ইস্ত্রি করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার বা বোনের জন্য মাপ অনুযায়ী সালোয়ারের ড্রাফট তৈরি করুন।

নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী কামিজ তৈরি

কামিজ বর্তমানের মেয়ে তথা মহিলাদের অন্যতম পোশাক। কাজের ব্যস্ততার কারণে অল্প সময়ে পরিধানযোগ্য ও কাজ এবং চলাফেরায় স্বাচ্ছন্দ্য আনতে কামিজের জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কামিজ তৈরিতে দেহের যেসব অংশের মাপ নিতে হয় তা ড্রাফটিংসহ বর্ণনা করা হলো। একটি কামিজ তৈরি করতে ২ $\frac{১}{২}$ থেকে ৩ গজ কাপড় লাগে।

কামিজ তৈরির বিভিন্ন অংশের মাপ (ধরে নেই)

১। ঝুল -৪০"
২। বুক - ৩৬"
৩। কাঁধ - ১৩"
৪। কোমর - ৩০"
৫। হিপ - ৩৮"
৬। হাত - ১৪"
৭। কাফ বা মুহুরী - ১১"

কামিজের সামনের বুকের অংশ এবং লম্বার মাপ বেশি নিতে হয়। বগল কাটার সময় সামনের অংশে একটু গভীর করে কাটতে হবে।

কামিজের মাপ

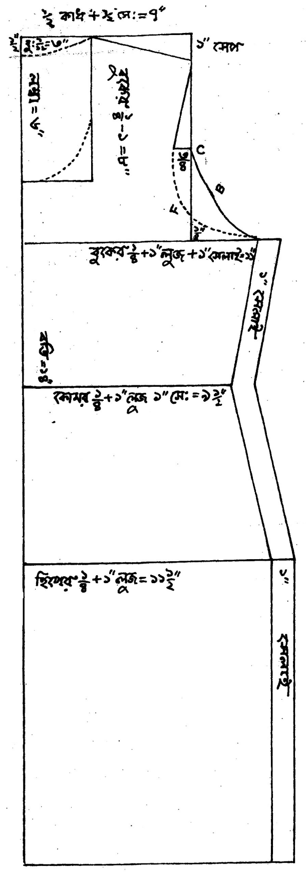

১। ঝুল -৪০"
২। বুক - ৩৬"
৩। কাঁধ - ১৩"
৪। কোমর - ৩০"
৫। হিপ - ৩৮"
৬। হাত - ১৪"
৭। কাফ বা মুহুরী - ১১"

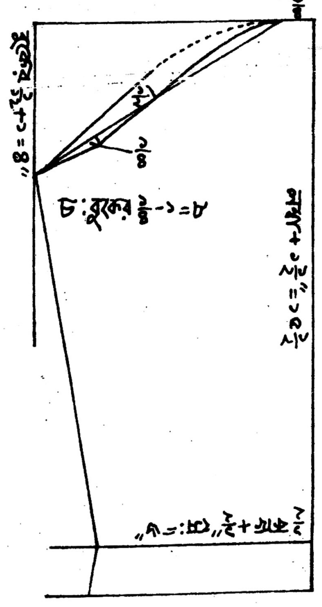

চিত্র ১৫.৬.২ : কামিজের ড্রাফটিং

কামিজের লম্বা বা ঝুল = ঝুলের লম্বা + ২" সেলাই সামনের অংশে ২” বেশি নিতে হয়।

৪০+২ = ৪২"

বুক = বুকের $\frac{১}{৪}$ "+ ১" লুজ + ১" সেলাই সামনের অংশে ২” বেশি নিতে হয়।

= ৯" + ১"+ ১" = ১১"

কোমর $= \text{কোমরের}\frac{১}{৪}" + ১" \text{ লুজ} + ১" \text{ সেলাই} = ৯\frac{১}{২}"$

কাঁধ $= \text{কাঁধের}\frac{১}{২}" + \frac{১}{২}" \text{ সেলাই}$

$= ৬\frac{১}{২}" + \frac{১}{২}" = ৭"$

গলার গভীরতা = ৬" লম্বা

গলার পাশে = ৩"

হাতের মুহুরী $= \text{কাঁধ হতে হাতের লম্বা } \frac{১}{২}" + \frac{১}{২}" \text{ সেলাই}$

$= ৫\frac{১}{২}" + \frac{১}{২}" = ৬"$

হাতের লম্বা $= \text{লম্বা} + ১\frac{১}{২}"$

$= ১৪" + ১\frac{১}{২}" = ১৫\frac{১}{২}"$

বগল $= \text{বুকের } \frac{১}{১২}" + ১"$

$= ৩" + ১" = ৪"$

কাপড় কাটা

১। টেবিলের উপর লম্বালম্বিভাবে কাপড় দু'ভাঁজ করে টানটান করে বিছিয়ে নিতে হবে।

২। ভাঁজ কাপড়ের উপর ড্রাফটিং বিছিয়ে আলপিন দিয়ে ড্রাফটিং কাপড়ের সাথে আটকিয়ে নিতে হবে।

৩। এবার ড্রাফটিং অনুযায়ী কাপড়ের উপর টেইলারিং চক দিয়ে দাগ দিতে হবে।

৪। ড্রাফটিংটি পিন খুলে কাপড় হতে আলগা করে উঠিয়ে নিতে হবে।

৫। ধারালো কাঁচি দিয়ে দাগ অনুযায়ী কাপড় কাটতে হবে।

কামিজ সেলাই

১। প্রথমে কাঁধ সেলাই করে নিতে হবে।

২। তারপর দুই পাশ জোড়া দিতে হবে।

৩। গলার পট্টি লাগাতে হবে।

৪। কাঁধের সাথে হাত জোড়া দিতে হবে।

৫। হাতের মুহুরী সেলাই করতে হবে।

৬। ঝুল বা লম্বা অংশ নিচের পট্টি সেলাই করতে হবে।

৭। বাড়তি সুতা বা কাপড় কেটে ফেলতে হবে।

৮। এবার কামিজটি ইস্ত্রি করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	১। কামিজের জন্য দেহের কোন কোন অংশের মাপ নিতে হবে হিসাবসহ লিখুন। ২। কামিজের ড্রাফটিং তৈরি করে দেখান। ৩। কামিজের হাতার ড্রাফটিং তৈরি করে দেখান।

নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী ফতুয়া তৈরি

ফতুয়া তৈরি করতে কামিজের মত মাপ নিতে হবে। শুধুমাত্র কামিজ লম্বা হয়, ফতুয়া লম্বায় কিছুটা খাট হয়।

পাঠ-১৫.৭ পোশাক অলংকরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পোশাক অলংকরণ কাকে বলে তা বলতে পারবেন;
- পোশাক অংকরণ করতে পারবেন;
- অ্যাপ্লিক ও এমব্রয়ডারি করে, লেস, পুঁতি ও চুমকি লাগিয়ে পোশাক অলংকরণ করতে পারবেন।

পোশাক অলংকরণের মাধ্যমে পোশাকের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা যায়। পোশাক অলংকরণের ফলে পোশাকের নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায়। বিভিন্নভাবে পোশাক অলংকরণ করা যায়। যেমন অ্যাপ্লিক, এমব্রয়ডারি, লেস, পুঁতি, চুমকি ইত্যাদি প্রয়োগ করে পোশাক অলংকরণ করা যায়।

অ্যাপ্লিক

পোশাকে বিভিন্ন নকশা অংকন করে সেই নকশা অনুযায়ী অন্য রঙের কাপড় কেটে তা হেম সেলাইয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা বা নকশা অনুযায়ী বসানো হয়।

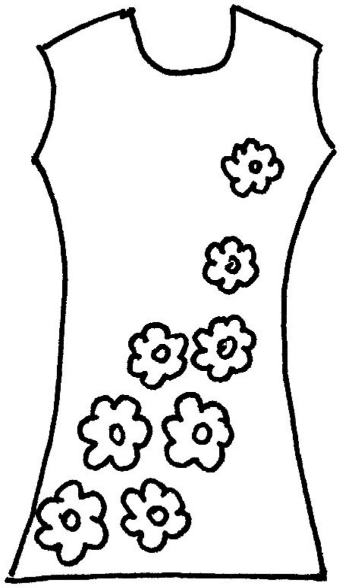

চিত্র ১৫.৭.১ : পোশাকে অ্যাপ্লিককরণ

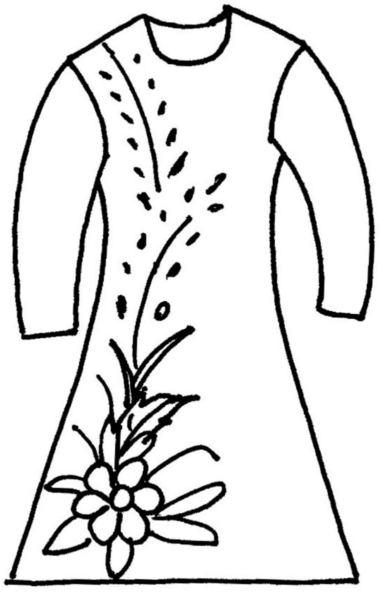

চিত্র ১৫.৭.২: এমব্রয়ডারি করা পোশাক

এমব্রয়ডারি

পোশাকে নকশা অংকন করে তা সুই ও সুতার সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের ফোঁড়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়। একে এমব্রয়ডারি বলে।

লেস

পোশাকে লেস লাগিয়ে নকশা তৈরি করা হয়। বাজারে বিভিন্ন ধরনের লেস পাওয়া যায়। এসব লেস পোশাকের বিভিন্ন অংশে নানাভাবে বসিয়ে পোশাক অলংকরণ করা যায়।

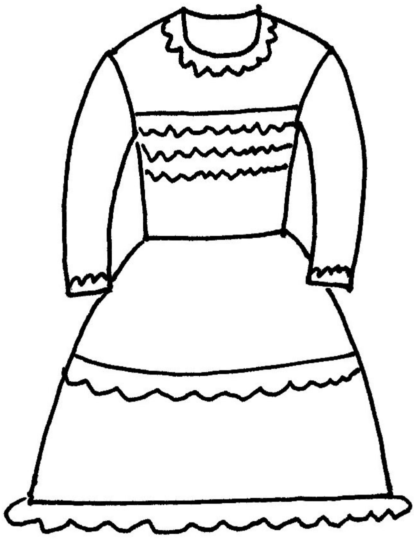

চিত্র ১৫.৭.৩: লেস লাগিয়ে পোশাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি

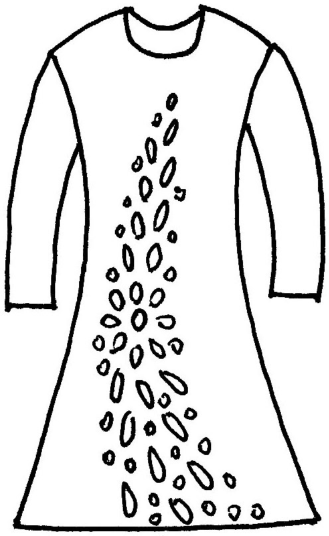

চিত্র ১৫.৭.৪ : পুঁতি ও চুমকি বসানো পোশাক

পুঁতি, চুমকি ও কাঁচ

পোশাকে বিভিন্ন নকশা অংকন করে পুঁতি ও চুমকি সুই-সুতার সাহায্যে সেলাই করে নকশা অনুযায়ী বসানো যায়। এতে পোশাক আকর্ষণীয় হয়, মূল্যও বৃদ্ধি পায়। ইদানিং পোশাকে ছোট আয়না বা কাঁচ বসানোর প্রচলন রয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার বা আপনার বোনের পোশাক পছন্দমত উপকরণ ও পদ্ধতি ব্যবহার করে অলংকরণ করুন।